প্রকাশকের কথা

একবার কয়েকজনকে প্রশ্ন করেছিলাম বলোতো, '০০০' এ শূন্যগুলোর স্থানীয় মান কত? চিন্তা না করেই কয়েকজন বলে দিল, একক, দশক ও শতক। আপনি বলুন, উত্তর সঠিক না বেঠিক? ভালো করেই ভাবুন। তারপরে বলুন। বাস্তবতা হলো, এভাবে বহু শূন্যকে একত্র করলে শুধু লাইন ভরবে কিন্তু কখনও স্থানীয়মান পাওয়া যাবে না। গণিতশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এমনই। এমন ফতোয়ার জন্য কেউ গণিতবিদদেরকে শ্রুতিকটু কিছুই বলতে পারবে না। তাদের শান-মান বিরোধী কোনো মন্তব্যও করতে পারবে না। সুস্থ বিবেকের দাবী এমনই।

কুরআনুল কারীমের সাধারণ রীতি হলো, প্রথমে ঈমানের আলোচনা, এরপর আমলের আলোচনা। উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, ঈমানবিহীন আমল কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। একাউন্ট খোলা ব্যতীত যেমন ব্যাংকে কোনো টাকা রাখা যায় না, তেমনি ঈমান ছাড়া কোনো আমল পরকালে কাজে আসবে না। দুনিয়াতে কিছু ফায়দা হলেও আখেরাতে একেবারেই জিরো। এজন্য আকীদা বাতিল হলে আমল যতই ইখলাসপূর্ণ হোক না কেন, তা ওজনে হালকা হয়ে যায়। আকীদা সঠিক হলে আমলের ওজন বেড়ে যায়। যেমনিভাবে সংখ্যার পরে শূন্য থাকলে প্রতিটি শূন্যের স্থানীয় মান বাড়তে থাকে।

পৃথিবীর সূচনা থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল ও উম্মতের আকীদা একরকম। ভিন্নতার কোনো সুযোগ নেই। এ কথাটিই আল্লাহ তাআলা সূরা শুরায় ১৩ নং আয়াতে বলেছেন-

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ.

অর্থাৎ তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই পন্থাই স্থির করেছেন, যার হুকুম দিয়েছিলেন তিনি নূহকে এবং (হে রাসূল!) যা আমি ওহীর মাধ্যমে তোমার কাছে পাঠিয়েছি এবং যার হুকুম দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে, তোমরা দীন কায়েম কর এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি করো না।[১]

এখানে এসে অনেকে বিপদগ্রস্ত হয়ে যায়। আয়াতটিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অর্থে চালানোর অপচেষ্টা করে থাকে। যা সম্পূর্ণ তাহরীফ। একজন মুমিমেনের জান্নাত-জাহান্নামের ফয়সালা হবে এ আকিদার কারণে। ফেরকায়ে নাজিয়াহ ও ফেরকায়ে দল্লাহ হবে আকিদার কারণে। তাই আকিদার গুরুত্ব সর্বাগ্রে। এজন্য নবীজি ﷺ বলেছেন,

إن بني إسرائيل تفرَّقت على ثِنْتين وسبعينَ مِلَّة، وتفترق أمتي على ثلاثٍ وسبعين مِلَّة، كلُّهم في النار إلا ملَّة واحدة. قالوا : ومَن هي يا رسول الله؟ قال : ما أنا عليه وأصْحابي.

অর্থাৎ বনী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সবাই জাহান্নামী হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে দল কোনটি? তিনি বললেন, আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিতা[২]

আকিদার মানদণ্ডেই ৭৩ দল থেকে এক দল আলাদা হবে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক সফলতা-ব্যর্থতার কোনো প্রভাব থাকে না। কারো কাছে আকিদার চেয়ে যদি রাজনৈতিক সফলতার গুরুত্ব বেশি হয়ে থাকে, তারা নিঃসন্দেহে দিকভ্রান্ত। সাধারণত ইলমশূণ্যতার কারণেই

---

১. সূরা শুরা-১৩।
২. তিরমিযী- ২৬৪১।

এমনটি হয়ে থাকে। এজন্য ওলামায়ে কেরাম বলে থাকেন, মাদরাসার চেয়ে কখনও রাজনৈতিক সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। কেননা, রাজনীতি কখনো ইলমে ওহীর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বরং ইলমে ওহী দ্বারাই রাজনীতিকে পরিচালিত করতে হবে। ইলম বা কবুলিয়তের দীনতার কারণেই কারো ইলম, আমল, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান রাজনীতি দ্বারা কলুষিত হয়। এর পরিণতি সর্বদাই ভয়াবহ। এগুলো কেমন যেন সংখ্যাহীন একগাদা শূন্য। যার স্থানীয় মান নেই।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার মতো মহান ব্যক্তি ইয়াহুদিদের লেখনিতে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত ছিলেন। গোল্ড জিহার বলেছেন, "যে ব্যক্তি তাওরাতে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে আলোচনা করতে চায়, তাকে অবশ্যই ইবনে তাইমিয়ার গবেষণার মুখাপেক্ষী হতে হবে"।[৩]

এ মন্তব্য থেকেই বুঝা যায়, ইবনে তাইমিয়া কী পরিমান অমুসলিম সাহিত্য চর্চা করতেন। ইয়াহুদিদের লেখার প্রভাব তার মধ্যে বহুমুখি প্রভাব ফেলেছিলো।

ইয়াহুদিদের লেখনির প্রভাবেই তিনি আল্লাহ তাআলার সিফাতের মাসআলায় চরম বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। বলা যায়, ইহুদিদের সিফাতে তিনি মাওসুফ। ইহুদিরা শুরু থেকেই নবীদের সাথে বেয়াদবি করে আসছে। এটি যেন তাদের জন্মগত বৈশিষ্ট্য। এর থেকে সরে আসা প্রায় অসম্ভব। এদের প্রভাবে ইবনে তাইমিয়া শাদ্দুর রিহালের মাসআলায় নিশ্চিত বেয়াদবি প্রকাশ করেছেন। মুজতাহিদ ইমামদের প্রতিবাদে সরকার তাকে জেলে নিতে বাধ্য হয়। ইয়াহুদিদের দুটি নির্ভেজাল ভ্রান্তি 'আসমা ও সিফাত' এবং 'তানকীদে আম্বিয়া'। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া এ উভয় বেআদবীকে পৃথিবীতে জিন্দা করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। حفظنا الله

৩. ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন- ৫৫।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া শিরক বিদআতের যে দর্শনকে গোড়াপত্তন করে গেছেন, সে চিন্তা-চেতনায় উজ্জিবিত হয়েই শায়েখে নজদ তার সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছিলেন। শিরক বিদআতের বিকৃত চিন্তায় ঝরে গিয়েছিলো অসংখ্য মুসলমানের প্রাণ। মুসলিম হত্যাকে নজদিরা ইবাদত মনে করেছিল। এদের স্ত্রী ও সন্তানদের দাস-দাসী হিসেবে গ্রহণ করেছিল। মুসলমানদের সম্পদকে গণিমত হিসেবে লুফে নিয়েছিলো। তাদের একটি মারাত্মক রোগ ছিলো। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ: বলেন, اعتقدوا أنهم المسلمون، وأن من خالف اعتقادهم مشركون، استباحوا قتل أهل السنة وقتل علمائهم..الخ অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করে শুধু তারাই মুসলমান। এবং যারা তাদের আকীদা-বিশ্বাসের বিরোধিতা করে তারা মুশরিক। তারা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুসারী ও আলিমদের হত্যা করাকে বৈধ মনে করে।[৪]

ওয়াহাবিরা মনে করে তারা নিজেরাই মুসলমান! বাকিরা সবাই মুশরিক! অথচ তারা সারাজীবন একটি কাফেরও হত্যা করেনি। হত্যার চেষ্টাও করেনি। বরং কাফেরদের সহযোগীতা নিয়ে মুসলিম নিধনে নিজেদেরকে মহাব্যস্ত রেখেছে। এজন্যই আমরা বলি, প্রতিটি মুসলমানের শ্লোগান হোক, "নজদী তাইমি, খারেজি খারেজি"।

বর্তমান দুনিয়াতে খারেজি নামে কেউ হয়তো নেই। সেই আব্দুর রাহমান ইবনে মুলজিমও নেই। কিন্তু তাদের বহু প্রেতাত্মা নজদী-তাইমি নামে পৃথিবীতে বিচরণ করছে। কাফের নিধনের পরিবর্তে মুসলমানদের মূলোৎপাটনই এদের সবচে বড় ইবাদত। এদের ইখলাস-ইখতেসাসের সকল ভাণ্ডার উপচে পড়ে এ নৃশংসতায়। জে. এম. বি., আল-কায়েদা, আই.এস.-সহ বিভিন্ন পরহেজগারী সংগঠনই এখন জামানার খারেজি। যুগের নজদী। সময়ের তাইমী। হাদাহুমুল্লাহ!

রিক্সা-বাইসাইকেল এক্সিডেন্ট কেমন? সি.এন.জি.-মটর সাইকেলের দুর্ঘটনা কতটুকু ভয়াবহ হতে পারে? গতিশীল দুটি বাসের সংঘর্ষ কেমন পরিণতি আনতে

---

৪. রদ্দুল মুখতার-৩/৩০৯

পারে? এরচেয়েও বেশি বিপর্যয় নিয়ে আসে খারেজিদের শিরক-বিদআতের বাতিল চিন্তা। মূর্খ বেআমলী মাজার-পূজারী ভণ্ডদের দ্বারা সমাজের সচেতন মানুষ কখনও আক্রান্ত হয় না। এদের অজ্ঞতাই মানুষকে বাঁচিয়ে দিয়েছে শিরক-বিদআতের গ্রাস থেকে। এরা রিক্সা-বাইসাইকেলের একসিডেন্টের মতো ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু নজদী-তাইমীদের শিরক-বিদআতের আকিদা দর্শন গতিশীল দুটি পরিবহনের বিপর্যয়ের চেয়েও আরো বড় বিপদ ডেকে আনে। অতএব এদের চিন্তা-চেতনা বড়ই ডেঞ্জার এরিয়া। সাবধান! সাবধান!

"রাষ্ট্র ছাড়া ইসলাম হবে না। মানা সম্ভব না । আমলি ইসলাহ আসুক আর না আসুক, রাষ্ট্র ক্ষমতা হলো মূল। আর সকল ইবাদত হলো এর ট্রেনিং কোর্স। সহায়ক শক্তি। অতএব আকিদা-ইবাদতের গুরুত্ব যতটা প্রয়োজন, তার চেয়েও রাষ্ট্র ক্ষমতা আরো বেশি প্রয়োজন।" এগুলো সবই বাতিল চিন্তা। আরবির চেয়ে ইংরেজী বেশি পড়লে এমন সমস্যা হতে পারে। ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের তাফসির আর শরাহ পড়ে পড়ে এমন ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারে। কিন্তু নুসূসে শরীয়ার কিছুই দেখাতে পারবে না। এজন্য আমরা সুরা শুরার ১৩ নং আয়াতের তাফসীর পড়ার অনুরোধ করবো।

সারকথা হলো, আমলী বিপর্যয়ের চেয়ে আকীদার ভ্রান্তি অনেক ভয়াবহ। জুমহুরুস সালাফের আকীদাই আমাদের আকীদা। যারাই এর খেলাফ বলবে তারাই ভ্রান্ত। নবীজি ﷺ বলেছেন, إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافًا فعليكم بالسواد الأعظم. আমার উম্মাত পথভ্রষ্টতার ওপর ঐক্যবদ্ধ হবে না। তোমরা মতভেদ দেখতে পেলে অবশ্যই সর্ববৃহৎ দলের সাথে থাকবে।[৫]

অর্থাৎ জুমহুরুস সালাফের সাথে থাকো। যারা মুজতাহিদ ইমামদের আকিদা মেনে নিবে তারাই নিরাপদ। নিজের ব্যাখ্যার পরিবর্তে মুজতাহিদ ইমামদের ব্যাখ্যাই অগ্রগণ্য।

---

৫. সুনানু ইবনে মাজাহ-৩৯৫০

ওরিয়েন্টালিস্টদের বড় একটি ষড়যন্ত্র হলো, উম্মতকে সালাফের ব্যাখ্যা থেকে সরিয়ে এনে নিজস্ব ব্যাখ্যায় পরিচলিত করা। পশ্চিমাদের মূল আক্রমণের জায়গাটা এখানেই। মুজতাহিদ ইমামদের লেখনির পরিবর্তে তাদের লেখা পড়ে যারা স্কলার হচ্ছে, তারা আয়াত পড়েই দলিল দেয়া শুরু করে। তাফসির বলে না। হাদীস দেখেই প্রমাণ পেশ করে। শুরুহাতে নজর দেয় না। এরা হলো, মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবে না, কিন্তু বিশ্ব সেরা ডাক্তার হতে চায়। এদের প্রেশক্রিপশনকে কেউ নসখ করতে পারবে না। এ হলো পশ্চিমা চিন্তার আধুনিক মুসলমান। আধুনিকতার শ্লোগানে সালাফ-খালাফ সবাইকে শেষ করে নিজেরাই সেরা মনীষীর দানবীয় রূপে প্রকাশিত হচ্ছে।

তাই আমাদেরকে পশ্চিমা সকল ষড়যন্ত্র থেকে বেচেঁ থাকতে হবে। জুমহুরুস সালাফের নীতি আদর্শের বাইরে কোনো আকিদা দর্শন পালন করা যাবে না। বার বার মনে করতে হবে এ আয়াত- وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. অর্থাৎ ইয়াহুদী ও নাসারা তোমার প্রতি কিছুতেই খুশী হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে। বলে দাও, প্রকৃত হিদায়াত তো আল্লাহরই হিদায়াত।[৬]

দেওবন্দী কিছু ওলামায়ে কেরাম আকীদা ও ইতিহাস না জানার কারণে ওয়াহাবিদের পক্ষে বলে থাকেন। সালাফের সাথে এটি বড়ই অশোভনীয় আচরণ। এখনই আমাদের ফিরে আসা দরকার। হিন্দুস্থানের ইলমি ও আমলি ময়দানে আল্লাহ তায়ালা দেওবন্দী ওলামায়ে কেরামকে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগিয়েছেন। অন্য কোন মাসলাক ওনাদের কাছাকাছিও আসতে পারেনি। এ মর্যাদা সালাফের ইখলাস ও ইখতিসাসের কবুলিয়াতের ফসল। কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহতালা ছারছীনা, ফুরফুরা, দেওবন্দ ও জৌনপুরী-সহ সকল সিলসিলার খেদমতগুলো কবুল করুক। আমিন।

আমরা একবার মারকাজুত দাওয়ার উস্তাজুল ফুকাহা ওয়াল মুহাদ্দিসীন মুহতারাম আব্দুল মালেক সাহেব হুজুরের সাথে প্রায় বিশ মিনিট নজদী আকিদা নিয়ে কথা বলেছিলাম।

---

৬. সূরা বাকারা-১২০।

আমরা অনুরোধ করেছিলাম যে, হুজুর, শায়খে নজদী সম্পর্কে আপনার একটি মুহাক্কাক লেখা ছাপা দরকার। উম্মাহর এ ক্রান্তি লগ্নে নজদী বিরোধী চিন্তা-চেতনা উদীয়মান বহু সমস্যার সমাধান। এমনই এক চেতনা থেকে পাকিস্তানের উলামায়ে দেওবন্দের শীর্ষস্থানীয় আলেম মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমদ খান মা. জি. আ. "দেওবন্দীয়ূঁ কি তাতহীর জরুরী হায়" নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন। আমরা মনে করি মারকায-সহ সকল দেওবন্দী ওলামায়ে কেরাম বইটি সংগ্রহ করে নজরে রাখবেন।

নজদী-তাইমীর সকল আমল ও খেদমত সংখ্যাহীন শূন্যের কাছাকাছি। ওয়াহাবীরা যেহেতু পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের ফসল, তাই মুসলমানদের ঈমান আকিদা বাচাঁনোর জন্যই এদের ইতিহাস জানা দরকার। প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের জন্য এবইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে ছাপলাম। লেখক এ বইয়ে ওয়াহাবিদের ইতিহাস —সংক্ষিপ্ত হলেও চমৎকারভাবে— উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব এর জীবনী থেকে তার চতুর্মুখী আক্রমণ ও বর্তমান পৃথীবিতে এ মতাদর্শের প্রভাব কেমন ভয়াবহতা নিয়ে এসেছে তাও সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছেন। ওয়াহাবীদের তাকফীরি ফেতনায় যেহেতু মুসলিম বিশ্ব চরম অস্থিরতার দিকে যাচ্ছে, তাই এদের ইতিহাস জানা আমাদের সকলের দরকার। এদের তাণ্ডব লীলার ভয়াবহতা জানলে এদেরকে পরহেয করা সবার জন্যই সহজ হবে বলে মনে করি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ও এ নজদী ভাইদেরকে হেদায়েত দান করুন। পাঠক মহোদয়ের সুপরামর্শ একান্তভাবে কামনা করছি। আমীন।

সূচিপত্র

সংক্ষিপ্ত সূচী

প্রথম পর্ব		
1	নজদের ইতিবৃত্ত	২৭
2	মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব	৪১
3	দিরিয়া : দুই ইমামের রঙ্গভূমি	৬৩
4	ইনকিলাবের সূচনা	৭৫
5	ইনকিলাবে আরবি	৮৯
6	সৌদিআরবের প্রতিষ্ঠা	৯৪
7	নিলামে ফিলিসতিন	১১৬
দ্বিতীয় পর্ব		
8	খারিজিদের পরিচয় এবং ওয়াহাবি ও খারিজিদের মধ্যে সাযুজ্য	১৩৫
9	ওয়াহাবি কর্তৃক উম্মতে মুসলিমাকে তাকফির	১৬৪
10	আহলুস সুন্নাহর স্বনামধন্য ইমামদের তাকফির	২২৩
11	ওয়াহাবি আন্দোলনের বিরোধিতায় আহলুস সুন্নাতের আইম্মায়ে কিরাম	২৪৫
12	পরিশিষ্ট	২৯৩

বিস্তারিত সূচী

প্রাককথন ২৫
প্রথম অধ্যায় ২৭
নজদের ইতিবৃত্ত ২৭
দ্বিতীয় অধ্যায় ৪১
মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি (১২০৬ হি.) ৪১
জন্ম ও বংশ পরিচয় ৪৯
নজদির শৈশব ও কৈশোর ৫২
ইরাক যাত্রা ৫৪
হুরায়মালা থেকে বিতাড়ন ৫৭
উসমান ইবনু মুআম্মার (১১৬৩ হি.) এর সান্নিধ্যে ৫৮
জায়িদ ইবনুল খাত্তাব (১২ হি.) রা. এর মাজার ধ্বংস ৫৯
তৃতীয় অধ্যায় ৬২
দিরিয়া : দুই ইমামের রঙ্গভূমি ৬২
দুই ইমামের শপথ ৬২
আলে সৌদের পরিচয় ৬৪
আরিজের সরদারকে গুপ্তহত্যা ৬৫
আইনিয়ার শাসক উসমান (১১৬৩ হি.) কে গুপ্তহত্যা ৬৮
হুরায়মালার আমির ইবনু মুবারক (১১৬৫ হি.) কে হত্যা ৭১
মানফুহাবাসীর বিদ্রোহ ৭৩
ইনকিলাবের সূচনা ৭৩
বনু ইয়াম বিপ্লব ৭৪
ইবনু সৌদ (১১৯৭ হি.) এর তিরোধান ৭৬

বিস্তারিত সূচী

বনু ইয়ামের পুনরায় বিপ্লবের প্রচেষ্টা ৭৭
বনু খারজের বিদ্রোহ ৭৭
হারমাবাসীর বিদ্রোহ ৭৮
মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি (১২০৬ হি.) এর তিরোধান ৭৯
ওয়াহাবিদের ইরাক আক্রমণ ৭৯
আবদুল আজিজ (১২১৮ হি.) কে হত্যা ৮১
চতুর্থ অধ্যায় ৮৩
আরব বিপ্লব ৮৩
পুনরায় ইরাক আক্রমণ ৮৭
বিলাদুশ শাম তথা সিরিয়াতে ওয়াহাবি তাণ্ডব ৮৭
আরব বিপ্লবের সূচনা ৮৮
ঐতিহাসিক আরব বিপ্লব ৮৯
দিরিয়া আমির সৌদ (১২২৯ হি.) র মৃত্যু ৯০
আমিরাতে দিরিয়ার অন্তিম পরিণতি ৯১
পঞ্চম অধ্যায় ৯৩
সৌদিআরবের প্রতিষ্ঠা ৯৩
আলে সৌদ ও ব্রিটিশ সম্পর্ক স্থাপন ৯৪
বিভিন্ন সময় ওয়াহাবি-কুফফার জোট ৯৫
আমিরাতে জাবাল শাম্মার দখলের প্রচেষ্টা ৯৬
অন্তর্দ্বন্দ্বের কোন্দলে আলে সৌদ ৯৭
আমিরাতে নজদের পতন ৯৯
কুয়েত থেকে নতুন ষড়যন্ত্র ১০০
সুরাইফের গণহত্যা ১০০

ব্রিটিশ ভৃত্য হিসেবে ইবনু সৌদ.....১০১
ওয়াহাবিদের নির্দেশক হিসেবে ব্রিটিশ গোয়েন্দা উইলিয়াম হেনরি শেকসপিয়র ১০৬
ওয়াহাবিদের নির্দেশক হিসেবে গোয়েন্দা জন ফিলবি ১০৭
মজলিসুর রুব ১০৮
ইমারতে জাবাল শাম্মার দখল.....১১০
ইয়েমেনি হাজিদের গণহত্যা ১১১
তায়েফ গণহত্যা.....১১২
ষষ্ঠ অধ্যায় ১১৫
নিলামে ফিলিস্তিন ১১৫

দ্বিতীয় পর্ব

প্রথম অধ্যায়.....১৩৪
খারিজিদের পরিচয় এবং ওয়াহাবি ও খারিজিদের মধ্যে সাযুজ্য.....১৩৪
খারিজি কারা.....১৩৬
খারিজিদের বিভিন্ন নাম.....১৩৮
খারিজিদের উৎপত্তি ১৪২
খারিজিদের বৈশিষ্ট্য ১৪৩
ক. এরা হবে সীমালঙ্ঘনকারী.....১৪৩
খ. তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে কিন্তু মুশরিকদের ছেড়ে দিবে১৪৫
গ. তারা অত্যাধিক ইবাদতকারী হবে কিন্তু তাদের ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না ১৪৫
ঘ. তাদের কথাবার্তা সুন্দর হবে কিন্তু কর্মকাণ্ড হবে ইসলামবিরোধী.....১৪৭

বিস্তারিত সূচী

ঙ. তারা অল্পবয়সী হবে এবং তাদের দীন সম্পর্কে জ্ঞান কম হবে.....১৪৭
চ. বনু তামিম গোত্র থেকে খারিজিদের বের হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী.....১৪৮
ছ. নজদ অঞ্চল থেকে খারিজিদের উৎপত্তি হবে.....১৪৯
জ. তারা কুরআনের দিকে আহ্বান করবে যার সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই ১৫০
ঝ. তারা সৃষ্টিকুলের নিকৃষ্ট জীব.....১৫১
ঞ. তাদের কথা হবে ভালো কিন্তু কাজ হবে মন্দ.....১৫১
যুগে যুগে আবির্ভূত হওয়া বিভিন্ন খারিজি দল.....১৫১
১. আজারিকা.....১৫২
২. নাজদাত.....১৫২
৩. সুফরিয়া.....১৫৩
৪. ইবাজিয়া.....১৫৩
খারিজিদের সঙ্গে ওয়াহাবিদের সাযুজ্য.....১৫৪
১. ওয়াহাবিরা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী.....১৫৫
২. ওয়াহাবিদের লড়াই ছিল মুসলিমদের বিরুদ্ধে.....১৫৮
৩. তাওহিদের দাওয়াতের মোড়কে বাতিল মতাদর্শ.....১৫৯
৪. সুফাহাউল আহলাম ও হুদাসাউল আসনান.....১৬০
৫. নজদ ও বনু তামিম থেকে নির্গত হওয়া.....১৬১
৬. কুরআন-সুন্নাহর (অপব্যাখ্যার দিকে) আহ্বান.....১৬১
দ্বিতীয় অধ্যায়.....১৬৩
ওয়াহাবিদের কর্তৃক উম্মতে মুসলিমাকে তাকফির.....১৬৩
১. ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের কাছে ইলমুল ফিকহ ছিল শিরক.....১৭২
২. যারা ওয়াহাবি মতাদর্শ গ্রহণ করত না তাদের তাকফির.....১৭৫

বিস্তারিত সূচী

৩. ইমান আনার পর কেউ যদি আমল না করে সে কাফির হয়ে যাবে.....১৮৪
৪. কালিমার ওপর ইমান আনয়নকারী মুসলিমদের তাকফির যারা করত না তাদের তাকফির ১৮৫
৫. বিভিন্ন আরব দেশকে মুশরিকদের স্বর্গরাজ্য মনে করা.....১৮৬
৬. ইখওয়ান : ওয়াহাবিদের তাকফিরের অনন্য নিদর্শন.....১৮৮
৭. উসমানিদের আমভাবে তাকফির.....১৯২
৮. মাজারকে শিরক হিসেবে পরিগণিত করা.....১৯৭
৯. তাওয়াসসুল, শাফাআত ও ইস্তিগাসাকারীদের তাকফির ২০০
ক. তাওয়াসসুল ২০১
খ. ইসতিগাসা ২০৩
গ. শাফাআত ২১০
১০. শাদ্দুর রিহালের মাসআলায় চরম বাড়াবাড়ি.....২১৫
১১. নিদাকারীকে তাকফির করা.....২১৫
১২. আশআরিদের তাকফির ২১৬
১৩. রাসুলুল্লাহ সাঃ-কে শিরকের দায়ে অভিযুক্ত করা ২২০
তৃতীয় অধ্যায়.....২২১
আহলুস সুন্নাহর স্বনামধন্য ইমামদের তাকফির.....২২১
১. ইমামে আজম আবু হানিফা রাহ.-এর শানে নজদি ও তাঁর শাগরিদদের বেআদবি.....২২২
২. ইমাম বুখারি রাহ.-কে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা ২২৩
৩. ইমাম ইবনু ফিরুজ হাম্বলি ও ইমাম সালিহ ইবনু আবদুহ রাহ.-কে তাকফির ২২৩
২. ইমাম সুলায়মান ইবনু সুহাইম হাম্বলি (১২৩০ হি.) রাহ.-কে তাকফির .২২৫

বিস্তারিত সূচী

৩. ইমাম ইবনু আফালিক হাম্বলিক (১১৬৩ হি.) কে তাকফির..... ২২৬
৪. শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু ইসা রাহ.-কে তাকফির ২২৭
৫. শায়খ আহমাদ ইবনু ইয়াহইয়া রাহ.-কে তাকফির..... ২২৮
৫. ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি রাহ. (৯১১ হি.) -এর মধ্যে শয়তানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে..... ২২৮
৬. সুলতানুল আরিফিন ইমাম ইবনুল ফারিদ রাহ. (৬৩২ হি.) -কে তাকফির ২২৯
৭. ইমাম রাজি রাহ. (৬০৬ হি.) -কে তাকফির.....২২৯
৮. শায়খে আকবার ইমাম ইবনুল আরাবি রাহ. (৬৩৮ হি.) -কে তাকফির.২৩১
শাতহা কি..... ২৩৫
অহদাতুল উজুদ..... ২৩৬
৯. ইমাম মানসুর বুহুতি রাহ. (১০৫১ হি.)-কে মিথ্যাবাদি বলা.....২৪২
চতুর্থ অধ্যায় ২৪৩
ওয়াহাবি আন্দোলনের বিরোধিতায় আহলুস সুন্নাতের আইম্মায়ে কিরাম ২৪৩
১. শায়খ আবদুল ওয়াহহাব নজদি (১১৫৩ হি.).....২৪৫
২. শায়খ সুলায়মান ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি (১২০৮ হি.) ২৪৬
৩. শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল লতিফ (১১৮১ হি.) ২৪৭
৪. ইমাম ইবনু আফালিক হাম্বলি (১১৬৩ হি.)..... ২৪৭
৫. ইমাম ইবনু ফিরুজ হাম্বলি (১২১৬ হি.) ও ইমাম সালিহ ইবনু আবদুহু .২৪৮
৬. ইমাম আবদুল্লাহ জুবাইরি (১২২৫ হি.).....২৪৯
৭. শায়খ সুলায়মান ইবনু সুহাইম (১২৩০ হি.) ২৫০
৮. শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু সুহাইম হাম্বলি.....২৫১
৯. শায়খ নাসির ইবনু সুলায়মান হাম্বলি ২৫১

বিস্তারিত সূচী

১০. শায়খ মিরবাদ ইবনু আহমাদ হাম্বলি (১১৭১ হি.) ২৫২
১১. শায়খ আহমাদ আল-মিসরি (১৪০৫ হি.)..... ২৫৩
১২. শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু ইসা ২৫৩
১৩. শায়খ সাইফ ইবনু আহমাদ..... ২৫৩
১৪. সাইয়িদ আল-মুনয়িমি..... ২৫৩
১৫. শায়খ রাশিদ ইবনু খিন্নিন হানাফি (১২০৬ হি.).....২৫৪
১৬. শায়খ উসমান ইবনু আবদুল আজিজ মানসুর..... ২৫৫
১৭. শায়খ উসমান বসরি..... ২৫৫
১৮. ইমাম উসমান ইবনু আবদুহ হাম্বলি ২৫৫
১৯. শায়খ আবদুল আজিজ হাম্বলি..... ২৫৬
২০. শায়খ সালিহ ইবনু মুহাম্মাদ হাম্বলি ২৫৬
দুই. ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে হিজাজের উলামায়ে কিরাম..... ২৫৮
১. ইমাম আহমাদ জাইনি দাহলান (১৩০৪ হি.)..... ২৫৮
২. শায়খুল ইসলাম হুমাইদান ইবনু তুরকি হাম্বলি (১২৯৫ হি.)..... ২৫৮
৩. শায়খ ইবনু সুলায়মান কুর্দি (১১৯৪ হি.).....২৫৯
৪. শায়খ আতাউল্লাহ মাক্কি ২৫৯
৫. ইমাম আবদুল ওয়াহহাব ইবনু আহমাদ বারাকাত মাক্কি (১৪১৮ হি.) ২৫৯
৬. ইমাম সাইয়িদ আবদুল্লাহ ইবনু ইবরাহিম মিরগিনি (১২০৭ হি.) ২৫৯
৭. ইমাম সালিহ ইবনু ইবরাহিম জমজমি..... ২৬০
৮. ইমাম সাবি মালিকি (১২৪১ হি.)..... ২৬০
তিন. ওয়াহাবিদের রদে ইয়ামেনি উলামায়ে কিরাম ২৬১
১. শায়খ ইউসুফ ইবনু ইবরাহিম সানআনি ২৬১
২. ইমাম আলাবি হাদ্দাদ ২৬১

বিস্তারিত সূচী

৩. ইমাম আহমাদ ইবনু ইদরিস (১২৫৩ হি.).....২৬১
৪. শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু ইসা (১২২৪ হি.) ২৬২
৫. শায়খ মুহসিন ইবনু আবদুল কারিম (১২৬৬ হি.)..... ২৬২
৬. শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু হাসান ফিল ফকিহ (১২৭২ হি.)..... ২৬২
চার. ওয়াহাবি মতাদর্শের বিরুদ্ধে মিসরি উলামায়ে কিরাম..... ২৬৩
১. ইমাম আবদুল ওয়াহহাব ইবনু আহমাদ বারাকাত ২৬৩
২. সাইয়িদ মুসতাফা বুলাকি (১২৬৩ হি.) ২৬৩
৩. শায়খুল ইসলাম ইমাম জাহিদ কাউসারি (১৩৭১ হি.) ২৬৩
পাঁচ. ওয়াহাবিদের রদে শামি উলামায়ে কিরাম ২৬৫
১. ইমাম ইবনু আবিদিন শামী (১২৫২ হি.) ২৬৫
২. ইমাম সাফফারিনি হাম্বলি (১১৮৮ হি.)..... ২৬৬
৩. ইমাম হাসান ইবনু উমর শাত্তি (১২৭৪ হি.) ২৬৬
৪. ইমাম ইউসুফ নাবহানি (১৩৫০ হি.) ২৬৬
ছয়. ওয়াহাবিদের রদে ইরাকি আইম্মায়ে কিরাম..... ২৬৮
১. শায়খ আবদুর রহমান আহদাল ২৬৮
২. ইমাম আহমাদ ইবনু আলি ২৬৮
৩. ইমাম আবদুল মুহসিন উশায়কিরি ২৬৮
৪. ইমাম আলি ইবনু আবদুহু বাগদাদি..... ২৬৮
৫. সাইয়িদ ইয়াসিন তবাতবায়ি..... ২৬৯
৬. ইমাম দাউদ ইবনু সাইয়িদ সুলায়মান বাগদাদি (১২৯৯ হি.) ২৬৯
সাত. ওয়াহাবিদের রদে তিউনিসিয়ার আইম্মায়ে কিরাম..... ২৭০
১. ইতিহাসবিদ আহমাদ ইবনু আবিজ জিআফ (১২৯১ হি.)..... ২৭০
২. শায়খ সালিহ কাওয়াশ (১২১৮ হি.)..... ২৭০

বিস্তারিত সূচী

৩. শায়খ ইসমাইল তামিমি (১২৪৮ হি.) ২৭০
৪. শায়খ আবুল ফজল কাসিম মালিকি (১১৯০ হি.) ২৭১
আট. ওয়াহাবিদের রদে লিবিয়া ও মাগরিবের উলামায়ে কিরাম ২৭২
১. ইমাম ইবনু গলবুন লিবি (১১৫৩ হি) ২৭২
২. ইমাম তাইয়িব ইবনু কিরান ফাসি (১২২৭ হি.) ২৭২
৩. শায়খ মাখদুম আল মাহদি (১৩৪২ হি.) ২৭৩
৪. শায়খ আহমাদ ইবনু আবদুস সালাম বান্নানি (১১৬৩ হি.) ২৭৩
৫. মুহাদ্দিস ফাল্লানি (১২১৮ হি.) ২৭৩
নয়. ওয়াহাবিদের রদে উপমহাদেশীয় উলামায়ে কিরাম ২৭৪
১. ইমাম শাহ আবদুল আজিজ দেহলবি (১২৩৯ হি.) ২৭৪
২. ইমাম গুলাম আলি দেহলবি (১২৪০ হি.) ২৭৪
৩. ইমাম শাহ আহমাদ সায়িদ (১২৭৭ হি.) ২৭৫
৪. ইমাম ফজলে রাসুল বাদায়ুনি (১২৮৯ হি.) ২৭৫
৫. হুসাইন আহমাদ মাদানি (১৩৭৭ হি.) ২৭৬
একটি সন্দেহ নিরসন ২৭৬
৬. খলিল আহমাদ সাহারানপুরি (১৩৪৬ হি.) ২৭৮
৭. আশরাফ আলি থানবি (১৩৬২ হি.) ২৭৯
৮. আনওয়ার শাহ কাশমিরি (১৩৫২ হি.) ২৮০
৯. আহমাদ রেজা খান বেরলবি (১৩৪০ হি.) ২৮০
১০. আবদুল হক আকরবি (১৪০৯ হি.) ২৮১
১১. শায়খুল আরব ওয়াল আজম দাজবি (১৪৪০ হি.) ২৮১
১২. শায়খ রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি ২৮২
১৩. ইমাম আবু জাফর সিদ্দিকি কুরাইশি (১৪২৩ হি.) ২৮৩

বিস্তারিত সূচী

১৪. নবাব সিদ্দিক হাসান খান (১৩০৭ হি.) ২৮৫
১৫. শায়খ আবদুল হাকিম হক্কানি হাফি. ২৮৬
১৬. শায়খ নুর আহমাদ ওয়ালি জার হাফি. ২৮৬
১৭. শায়খ রুহুল আমিন বশিরহাটি (১৩৬৪ হি.) ২৮৮
১৮. দাদাহুজুর আবু বকর সিদ্দিকি কুরাইশি (১৩৫৮ হি.) ২৮৬
১৯. আবুস সাআদাত শিহাবুদ্দিন আহমাদ কুআ ২৮৮
২০. শায়খ হাসান মিসলিয়ার ২৮৮
২১. শায়খ আহমাদ ইয়ার খান নায়িমি রাহ. (১৩৯১ হি.) ২৮৯
আট. ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে হাম্বলি ইমামদের পরিবার ২৯০
পরিশিষ্ট-১ ..... ২৯১
বর্তমান সময়ে বিভিন্ন দেশে দেশে ওয়াহাবিদের ফিতনা ও বিভৎসতার কিছু নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হলো, ... ২৯৩
ওয়াহাবিদের কবলে আফগানিস্তান ২৯৩
ওয়াহাবিদের কবলে আলজেরিয়া ২৯৯
ওয়াহাবিদের কবলে লিবিয়া ৩০১
ওয়াহাবিদের কবলে সোমালিয়া ৩০৩
পরিশিষ্ট-২ ..... ৩০৭
মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব সম্পর্কে উলামায়ে দেওবন্দের মূল্যায়ন - হযরত মাওলানা মানযুর নোমানীর বক্তব্য পর্যালোচনা ৩০৭
মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদী (১২০৬ হি.) সম্পর্কে উলামায়ে দেওবন্দের অবস্থান : ৩০৯
আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমীরি (১৩৫২ হি.): ৩১৩
শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী (১৩৭৭ হি.): ৩১৩

বিস্তারিত সূচী

মুফতী মাহমুদ হাসান গাংগুহী (১৪১৭ হি.): ৩১৪
দারুল উলুম হক্কানিয়ার ফতোয়া: ৩১৫
হযরত মাদানীর অবস্থান সম্পর্কে মানযুর নোমানীর বক্তব্য ৩২২
আল্লামা কাশ্মীরির অবস্থান সম্পর্কে হযরত মাওলানা মানযুরর নোমানীর বক্তব্য ৩২৫
মাওলানা মানযুর নোমানীর আলোচনার সারকথা ৩২৭
দারুল উলুম দেওবন্দের ওয়েবসাইটের একটি ফতওয়া ৩২৮
সারকথা: ৩২৯
তথ্যসূত্র ৩৩০

প্রাককথন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কথা। জাজিরাতুল আরবে অবস্থিত নজদের বুকে ঘটে গেল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি এক বিপ্লবের জন্ম দেন, যা মুসলিমবিশ্বের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির নামানুসারে আন্দোলনের নামকরণ করা হয় ওয়াহাবি বিপ্লব এবং তাঁর অনুসারীদের বলা হয় ওয়াহাবি।

ওয়াহাবিদের ব্যাপারে মুসলিমবিশ্বে মতভেদ রয়েছে। কারও মতে, ওয়াহাবি বিপ্লব হলো একটি তাজদিদি বা সংস্কারমূলক আন্দোলন। তাঁরা মনে করেন, নজদির আবির্ভাবের আগে আরবজগৎ শিরক ও কুফুরের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। নজদি আরবের বুক থেকে সেগুলো উৎখাত করে বিশুদ্ধ তাওহিদের ওপর আরবকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁরা তাঁকে মুজাদ্দিদ মনে করেন।

কেউ কেউ বলেন, নজদি ও তাঁর অনুসারীরা দীনের মধ্যে বিকৃতি ঘটিয়েছেন এবং তাওহিদ, কুফুর, শিরক ও বিদআতে বিকৃতি ঘটিয়ে পবিত্র হিজাজের মুসলিমদের তাকফির ও তাবদি করে গণহত্যা করেন।

ওয়াহাবিদের বিষয়ে এ মতভেদের একটি প্রধান কারণ হলো, ওয়াহাবিদের ইতিহাসের ওপর গবেষণা ও লেখা ইতিহাসগ্রন্থের অপ্রতুলতা। পাঠকমহলেও এ মতবাদ নিয়ে

কৌতূহলের অন্ত নেই। এসব দিক বিবেচনা করে পাঠকদের হাতে এ ক্ষুদ্র উপহারটি তুলে দেওয়ার অবতারণা।

এ বইটি আমি দুই পর্বে ভাগ করেছি। প্রথম পর্বে নজদের ইতিহাস ও নজদির সময় থেকে সৌদিআরব প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ওয়াহাবিদের ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করেছি। দ্বিতীয় পর্বে ওয়াহাবি মতাদর্শ এবং তাদের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অবস্থান তুলে ধরেছি।

প্রতিটি তথ্য যাতে নির্ভরযোগ্য হয়, এ জন্য নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থের উদ্বৃতি দিয়েছি। পাশাপাশি ওয়াহাবি মতাদর্শ বিরোধী ইমাম এবং ঐতিহাসিকগণের সঙ্গে সঙ্গে ওয়াহাবিদের থেকেও দলিল পেশ করেছি। আশাকরি বইটি পাঠককে ওয়াহাবিদের ব্যাপারে একটি পরিপূর্ণ ধারণা পেতে সহায়তা করবে ইনশাআল্লাহ। এতেই আমার স্বার্থকতা।

পরিশেষে বইটি লেখার কাজে যারা আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন, পাশে থেকেছেন—বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় শাইখুনা আবু বকর তাওহিদ হাফিজ্বাহুল্লাহ, মাগুরার আনোয়ারুল উলুম সিদ্দিকিয়া হামিদিয়া দাওরায় হাদিস মাদ্রাসার সিনিয়র মুহাদ্দিস ও মুফতি শাইখুনা মনিরুল ইসলাম হাফিজ্বাহুল্লাহ, শাইখুনা ইজহারুল ইসলাম কাওসারি হাফিজ্বাহুল্লাহ, শাইখুনা মুহাম্মাদ বিন তাইয়িব হাফিজ্বাহুল্লাহ, শাইখুনা আফফান বিন শরফুদ্দিন হাফিজ্বাহুল্লাহ এবং অন্য যাদের দুআ ও সহায়তা ছাড়া আমি কাজটি সম্পন্ন করতে পারতাম না, তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরম প্রেমাস্পদের একান্ত দাসানুদাস
ইয়াসির আরাফাত আল হিন্দি

প্রথম অধ্যায়

নজদের ইতিবৃত্ত

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলিমজাহানের প্রাণকেন্দ্র জাজিরাতুল আরব বা আরব উপদ্বীপের 'নজদ' অঞ্চলে ঘটে যায় এক ঐতিহাসিক বিপ্লব, যা পরবর্তী সময়ে মুসলিমবিশ্ব, বিশেষ করে আরব উপদ্বীপের মুসলিমদের ওপর সুদূপ্রসারী প্রভাব ফেলে। ওই সময়টি ছিল, বিশ্ব-ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়। খিলাফতসমূহের অন্যতম—উসমানি খিলাফতের সূর্য তখন প্রায় ছয় শতাব্দীব্যাপী সগৌরবে কিরণ ছড়ানোর পর ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছিল। ক্রমশ নুয়ে পড়ছিল প্রায় হাজার বছরের ইসলামি খিলাফত ও সভ্যতার গৌরবময় মিনার। সাম্রাজ্যের ভেতরে-বাইরে চলছিল গভীর ষড়যন্ত্র। চলছিল উসমানি খিলাফতের মজবুত প্রাসাদটি ভেঙে ফেলার গোপন পরিকল্পনা। একই সঙ্গে চলছিল ইসলামি বিশ্বব্যবস্থাকে ভেঙে নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার মহার্ঘ আয়োজন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ইউরোপে ঘটে যাওয়া শিল্পবিপ্লব আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে, পরিবর্তন আনে ইউরোপীয় রাজনীতিতে। এতদিন যারা কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস আর দুর্নীতির অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, শিল্পবিপ্লবের ফলে এখন তারা নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু করল। ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের বিষয়টি ছিল অত্যন্ত

নাটকীয়। ইতিহাসবিদ কার্লো সিপোল্লার ভাষায়, 'কোনো বিপ্লবই শিল্পবিপ্লবের মতো নাটকীয় ছিল না।'[৭]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের (১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ) ফলে কৃষি ও বাণিজ্যব্যবস্থা থেকে শুরু করে সব স্তরে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর সমুদ্রযাত্রা বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের পথ খুলে দেয়। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে ইউরোপীয়রা প্রযুক্তির দিক দিয়ে অন্যদের থেকে এগিয়ে যেতে শুরু করে। এ সময় তারা নতুন করে বিশ্ব শাসনের ইচ্ছা পোষণ করতে থাকে। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো পুরো বিশ্বের ওপর একচ্ছত্র প্রভাব ও কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে; কিন্তু তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় উসমানি খিলাফত ও ইসলাম। উসমানি খিলাফতের বিশালতা, ঐক্য ও নির্ভিকতা তাদের সর্বদা আতঙ্কিত করে রেখেছিল। সে কারণে তারা ইসলাম ও উসমানি খিলাফতের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়; কিন্তু উসমানিদের ঐক্য তাদের হতাশ করতে থাকে। তখন এক ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রতিনিধি ব্রিটিশ হাউস অব কমন্সে পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে বলেছিল, 'ইউরোপকে মনে রাখতে হবে, কুরআন যতদিন মুসলিমদের দিকনির্দেশক হয়ে থাকবে, আমরা ততদিন তাদের দেশসমূহে ঔপনিবেশিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারব না।' ফলে পশ্চিমারা মুসলিম সাম্রাজ্য, ইসলাম এবং সর্বোপরি মুসলিমদের ঐক্যের বিনাশ কীভাবে ঘটানো যায়, সে উপায় খুঁজতে থাকে। তারা বুঝে নেয়, মুসলিমদের ঐক্য ধ্বংস আর উসমানিদের অভ্যন্তরীণ ঐক্য নষ্ট করতে না পারলে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার ওপর থেকে তাদের কর্তৃত্ব খর্ব করা সম্ভব নয়। এ ভাবনার সিঁড়ি বেয়েই মুসলিমদের ঐক্য ধ্বংস করতে তারা 'ডিভাইড এন্ড রুল' পলিসি প্রয়োগ করে।

এ পলিসির মাধ্যমে উসমানি খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ ও যুদ্ধের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। ফলে একদিকে বলকান অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। (রাশিয়া ও পশ্চিমাদের উসকানিতে এ অঞ্চলে যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি হয়, ইতিহাসে তা 'পূর্বাঞ্চলীয় সমস্যা' বা The Eastern Question নামে পরিচিত।)

৭. আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস, জীবন মুখোপাধ্যায়।

অপরদিকে উসমানিদের আরবিয় 'ওলাআত' বা প্রদেশগুলোতে জাতীয়তাবাদীদের উৎপাত ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে মিসরে মুহাম্মাদ আলি পাশার ক্ষমতায়নের পর মিশরিয় শাসননীতিতে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার আনেন। এ সময় মিশর খিলাফত থেকে অনেকটা স্বাধীন হয়ে পড়ে। স্বল্পদিনে মিসর হয়ে ওঠে উসমানিবিরোধী 'আরব জাতীয়তাবাদের' আখড়া। সেখান থেকে উগ্র-জাতীয়তাবাদের ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়তে থাকে সমগ্র আরবে।

এমন এক কঠিন সময়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নজদে উত্থান ঘটা ওয়াহাবি বিপ্লব হিজাজে উসমানি শাসনের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেয়। তথাকথিত তাওহিদ প্রতিষ্ঠার স্লোগান তুলে হিজাজ ও নজদে শুরু হওয়া এ বিপ্লবটি এক সময় পরিণত হয় ব্রিটিশদের হাতের পুতুল। ফলে ব্রিটিশরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে উসমানি খিলাফতের বিরুদ্ধে তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে।

কোনো বিপ্লবের ইতিহাস জানতে এর উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে ধারণা রাখার ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। কারণ, বিপ্লবের উৎপত্তির কারণ, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের ওপর উৎপত্তিস্থলের বড় প্রভাব থাকে। সে ক্ষেত্রে উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে না জানলে—জানাটা অপূর্ণ থেকে যায়। কাজেই ওয়াহাবি বিপ্লবের ইতিহাস জানতে এর উৎপত্তিস্থল নজদ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা রাখা জরুরি। এ অধ্যায়ে আমরা নজদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরব।

আরব উপদ্বীপ হলো, ইসলামের নবি ও রাসুল মুহাম্মাদ সাঃ-এর জন্মভূমি। ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আরবের প্রাণকেন্দ্র মক্কার বুকে যে নুরের স্ফুরণ ঘটে, স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তা ছড়িয়ে পড়ে দিগ্‌দিগন্তে। সে নুরের স্পর্শে বর্বর, হিংস্র একটি জাতি চরিত্র ও সভ্যতায় হয়ে ওঠে অনন্য। একপর্যায়ে তাঁরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত বিজয়ের মাধ্যমে এমন একটি সাম্রাজ্যের জন্ম দিয়েছিল, যা প্রথম সহস্রাব্দের শেষ ভাগ থেকে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শেষ ভাগ পর্যন্ত হাজার বছরের বেশি সময় ধরে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছিল, জ্বালিয়েছিল শিক্ষা ও সভ্যতার দীপ্ত মশাল। ইতিহাসে এ সভ্যতাটি ইসলামি সভ্যতা নামে পরিচিত।

ইসলামের এ স্বর্ণালী সভ্যতার কথা বলতে গিয়ে ইতিহাসবিদ ফিলিপ কে. হিট্টি বলেছেন, 'মধ্যযুগে আরব ও আরবি বলা মানুষেরা মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে যে ভূমিকা পালন করেছিল, অন্য কেউ তা পারেনি।'[৮]

পশ্চিম ইউরোপ থেকে শুরু করে পূর্বে দক্ষিণপূর্ব এশিয়াজুড়ে সুবিস্তৃত ইসলামি সাম্রাজ্য জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি, প্রযুক্তিসহ সব ক্ষেত্রেই বিশ্বকে সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছে দেয়; যার কাছে রোম, ব্যাবিলন, গ্রিক, ভারত এবং পারসিক সভ্যতাও ম্লান হয়ে যায়। এ সোনালি সভ্যতার বিকাশ এবং বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আরব বীরদের চূড়ান্ত সাফল্যের পেছনে যেসব বিষয় মুখ্য ভূমিকা পালন করে, তার একটি হলো রাজনৈতিক পারদর্শিতা। এ সময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে মানুষ চাকরি, শিক্ষা, গবেষণা ও জ্ঞান আহরণের জন্য পাড়ি দিত মদিনা, দামেশক, বাগদাদ, কর্ডোভা, বুখারা, ইসফাহান ও ইসতাম্বুলের মতো জ্ঞান-নগরীগুলোতে। মুসলিম সাম্রাজ্যে অমুসলিমদের জন্য ছিল অবাধ স্বাধীনতা। অন্যদিকে অমুসলিম শাসিত রাষ্ট্রসমূহ থেকে নিরাপত্তার অভাবে মুসলিম খিলাফতে পালিয়ে আসত অমুসলিমরা।

ভারতীয় ইতিহাসবিদ সতীশচন্দ্র মুসলিম খিলাফতে অমুসলিমদের অবাধ স্বাধীনতার বিষয়ে সুন্দর লিখেছেন, 'শাসনকার্য সম্পাদনের জন্য মুসলিম খলিফারা ইয়াহুদি-খ্রিষ্টানদের মতো অমুসলিম ও অনারব বিশেষত ইরানিদের—যাদের অধিকাংশই ছিল জরাথ্রুস্টবাদী ও বৌদ্ধ—নিয়োগ দিতে কোনো প্রকার দ্বিধা করতেন না। আব্বাসি খলিফারা ধর্মভীরু মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও সব ক্ষেত্রে অমুসলিম ও অনারবদের শিক্ষার জন্য খিলাফতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, যতক্ষণ-না তারা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াত। বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ ইসলামি খিলাফতে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করত এবং যেখানে চাইত সেখানে বসবাস করতে পারত। ওই সময় এমন স্বাধীনতা চার্চের কঠোর আচরণের জন্য ইউরোপেও মেলা ভার ছিল।'[৯]

---

৮. History of the Arabs by Phillip K Hitti, pg. 4
৯. A History of Mediaeval India by Satish Chandra : 6/8